দৈনিক জনকণ্ঠ

258

তারিখ ... AUG 14 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের রেকর্ড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের '৯৭ সালের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় '৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। নবেম্বরে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রায় ৯ মাস অতিক্রান্ত হতে চলল। ঢাঃবিঃ'র সব ক'টি বিভাগের অনার্স পরীক্ষার ফল অনেক আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের দুর্ভাগা ছাত্রছাত্রীরা আজও জানতে পারেনি তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে? এ কারণে আমরা যেমন ব্যাংকার্স নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারিনি, তেমনি আগামী বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণও অনিশ্চিত।

সন্ত্রাস আর সেশনজটের জন্য বিশ্ব খ্যাতি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের, সেখানে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের একটি বাড়তি পাওনা রেজাল্টজট। ঢাঃবিঃর রেজাল্টজটের সর্বোচ্চ সময়ের রেকর্ডটিও কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষকদের। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম বহির্ভূতভাবে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগেরই সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষক বিভিন্ন এনজিওতে কর্মরত। কর্মদিবসের অধিকাংশ সময় তাঁরা ঐখানেই ব্যয় করেন। তাঁরা নির্ধারিত ক্লাস রুটিন পরিবর্তন করে সপ্তাহে তিনটি ক্লাসের পরিবর্তে একটি ক্লাস নেন, তাও আবার নিজের সুবিধামতো সময়ে। এমন শিক্ষকের নামও শোনা যায়, যিনি কোন ক্লাস না নিয়ে শুধু টার্ম পেপার আর ইনকোর্স পরীক্ষা নিয়ে কোর্স শেষ করে চলেছেন। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সবচেয়ে জ্ঞানী শিক্ষকদের কথা আর কত লিখব? কি হবে লিখে? আমরা অন্ধ জাতি। শিক্ষা তো মানুষের তৃতীয় চোখ, শিক্ষা মানুষের অন্তরের চোখ খুলে দেয়। অথচ আমাদের দেশের সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত, সবচেয়ে বড় চোখওয়ালারা চোখ বুজে কিভাবে সব দেখছেন, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেশনজট না থেকেও রেজাল্টজটের কারণে ছাত্রছাত্রীদের জীবন থেকে মূল্যবান একটি বছর চলে যাচ্ছে। এর দায়ভার বহন করবে কে বা কারা, কর্তৃপক্ষের কাছে এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা। তার সদুত্তর তারা দেবেন কি?

ফারহানা ইসলাম
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
বেগম রোকেয়া হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।